নাস্তিক্যবাদ উৎস ও সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নাস্তিক্যবাদের তুফান প্রতিরোধ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

তিন. নাস্তিক্যবাদের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা

কুফর ও অবিশ্বাস হলো বাস্তবতাবিবর্জিত ও অন্তঃসারশূন্য একটি মতবাদ। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকার, পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নামে অবিশ্বাস, নবী-রাসূলগণের রিসালতের ওপর অনাস্থা সম্পর্কে একজন মানুষ মুখে মুখে শত তর্ক করলেও হৃদয় ও মনোজগতে সে কখনোই পরিতৃপ্ত হতে পারে না। আর সেকারণে একজন অবিশ্বাসীর কাছে 'অজ্ঞতা'ই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা। সে যা জানে না, সেটাই সত্য বলে মানবে না- এটাই তার কাছে পৃথিবীর সবকিছু বিচার-বিবেচনার মাপকাঠি। পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা বলতে কাউকে আমি দেখি না বা চিনি না। পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না- এসব 'অজ্ঞতা' আর 'অনুমান' হচ্ছে তার দর্শনের মূল ভিত্তি। অথচ তার এটাও জানা নেই যে, 'অজ্ঞতা' ও 'অনুমান' কখনো বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না।

কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের মূল কারণ কিন্তু এটা নয় যে, আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দশনাবলী তাদের চোখে পড়ে না; বরং গোপন কিছু স্বার্থসিদ্ধি আর গরজ হাসিলের জন্য তারা অবিশ্বাসের পথ বেছে নেয়। কারণ তাদের খুব ভালো করে জানা আছে, ঈমান ও বিশ্বাসের পথ বেছে নিলে সেটা তাদের কুপ্রবৃত্তির নিমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। স্বেচ্ছাচারিতার সব দুয়ার বন্ধ করে দিবে। তখন যথেচ্ছভাবে জীবন ও যিন্দিগির পথে হাঁটা যাবে না। যা কিছু ভালো লাগে তা-ই করতে হবে এমন সুযোগ থাকবে না। আর এগুলিই মূলত যুগে যুগে কাফির ও অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস থেকে বিমুখতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে মূল নিয়ামকের কাজ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُۖ وَلَقَدۡ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلۡهُدَىٰٓ﴾ [النجم: ٢٣]

"তারা তো শুধু অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তি যা কামনা করে তারই অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রভুর কাছ থেকে অবশ্যই তাদের নিকট পথনির্দেশ এসেছে।" [সূরা আন-নাজম: ২৩]

সুতরাং একজন অবিশ্বাসী কখনোই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হতে পারে না। কেননা একজন অবিশ্বাসীর কাছে 'অজ্ঞতা' আর 'অনুমান' ব্যতীত অবিশ্বাসের কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে না। যেমন না আছে তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জগতের সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের মিথ্যা হওয়ার কোনো প্রমাণ; আর না আছে কোনো দলীল যে, নবী-রাসূলগণ অসত্যের দাওয়াত দিয়েছেন এবং লোকদের আহ্বান করেছেন কল্পিত জান্নাত-জাহান্নামের দিকে; অথচ বাস্তব চিত্র পুরোটাই ভিন্ন। ঠিক তেমনিভাবে না কোনো অবিশ্বাসী সদুত্তর দিতে পারে দাওয়াত ও হিদায়াতের পথে নবী-রাসূলগণের অবর্ণনীয় জুলুম ও লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করার রহস্য সম্পকে। প্রকৃতপক্ষে আমরা আগেই বলেছি, একজন কাফিরের কাছে তার কুফরের মূলভিত্তিই হচ্ছে 'অজ্ঞতা'। আর 'অজ্ঞতা' ভালো-মন্দ কিংবা সত্য-মিথ্যার মাপকাঠি হতে পারে না।

কিন্তু কোনো কিছু কেবল সত্য বলেই দুনিয়ার সকল মানুষ সেটাকে গ্রহণ করবে- এমন কোনো মূলনীতি নেই। বরং সত্য ও বাস্তবসম্মত হওয়ার পরেও বাস্তবতাকে জগতবাসীর সামনে তুলে ধরতে হবে। মানুষের চোখের

সামনে প্রমাণ দিতে হবে স্বীয় বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতার। তবেই মানুষ তাকে বাহু প্রসারিত করে বুকে তুলে নিবে। একইভাবে কোনো কিছু মিথ্যা হওয়ার কারণেই মানুষ তাকে ঘৃণাভরে পরিহার করবে- এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং মিথ্যা ও অসুন্দর কখনো কখনো সত্য ও সুন্দরের আবরণে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মন ও মগজ আচ্ছন্ন করে নেয়। আর তখন মানুষও সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যাকেই ভালোবাসতে থাকে। আর এটা অধিকাংশ সময়ই হয়ে থাকে সত্যের অনুপস্থিতিতে কিংবা সত্যের পক্ষের লোকদের দুর্বলতা, গাফলতী ও উদাসীনতার সুযোগে। মানুষের সামনে মিথ্যার গোমর ফাঁস করা ও নাস্তিকদের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত লোকের অভাবে। আমাদের পার্থিব জীবনেও এটার ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। বাপ-দাদা থেকে ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া সম্পত্তিও অনেক সময় ওয়ারিসের দুর্বলতা ও উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী ও ধুরন্ধর শত্রু দখল করে নেয়। অথচ জমির মালিকই সত্যের ওপর আর বিপরীত পক্ষ মিথ্যার ওপর। কিন্তু মিথ্যাবাদী তার মিথ্যার ওপর সত্যতা ও দলীল-প্রমাণের এমন নিশ্ছিদ্র আবরণ তুলে দেয় যে, বিচারক সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হন। কারণ মানুষকে পৃথিবীতে চোখের দেখা ও সামনে উপস্থিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বিচার করতে হয়। আর মূলত সেই একই কারণে আজ আমাদের সত্যের পক্ষের লোকেরা হকের ওপর হওয়া সত্ত্বেও অবিশ্বাসী আর নাস্তিক্যবাদের সামনে অসহায়। যেন পৃথিবীর সব দুর্বলতা আর জড়তা তাদেরকে পেয়ে বসেছে। অথচ তাদের দুশমন নিয়ত উদ্যম আর উন্নতির পথে অবিরাম হাঁটছে। আর মূলত এভাবেই নাস্তিক্যবাদও গোটা পৃথিবীতে নিজের জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছে। যদিও মিথ্যা কখনো মানুষকে মানসিক পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। তথাপিও মিথ্যার ওপর যখন সত্যের প্রলেপ দিয়ে সেটাকে ঢেকে ফেলা হয়, তখন মানুষের হৃদয় ও মন খুব সহজেই সেটা গ্রহণ করে নেয়।

নাস্তিক্যবাদের প্রতি মানুষের আগ্রহের আরও একটি কারণ হলো এর ভেতরের আযাদ যিন্দিগির হাতছানি। কারণ নাস্তিক্যবাদ এর অনুসারীর জন্য পৃথিবীর সবকিছু হালাল ও বৈধ ঘোষণা করে। তার মন যা চায় তা-ই সে করতে পারবে- তাকে এমন স্বাধীনতার গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তা প্রদান করে। অথচ এর বিপরীতে ঈমান মানুষের সামনে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার রেখা টেনে দেয়। এটা তাকে বলে দেয়, তুমি এটা করতে পারবে, আর ওটা করতে পারবে না। পাশাপাশি ঈমান মানুষকে পরকালে সুখের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়। পক্ষান্তরে নাস্তিক্যবাদ মানুষকে এই জীবনেই স্বর্গ-সুখের মিথ্যা স্বপ্ন দেখায়। আর যেহেতু মানুষ সহজাতভাবেই বাকির ওপর নগদকে অগ্রাধিকার দিতে অভ্যস্ত। তাই সে খুব সহজেই নাস্তিক্যবাদ ও অবিশ্বাসের পথে হাঁটতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক করে তোলে সত্যের পথে আহ্বানকারীদের ক্ষমাহীন অক্ষমতা ও দুর্বলতা। কারণ তারা মানুষকে বোঝাতে ব্যর্থ হয় যে, পরকালের সুখই মূলত প্রকৃত সুখ। অবিশ্বাসীরা যে পার্থিব জীবনের সুখ-স্বর্গের স্বপ্ন দেখায় তা মূলত অশান্তির কারাগার। আর এই বোধশক্তি ও সচেতনতাটুকু মানুষের ভেতর জাগ্রত করে না দিতে পারার কারণে নাস্তিক্যবাদের অন্ধকারের সামনে তাওহীদের আলো ধীরে ধীরে ক্ষীয়মান হয়ে নিবে যাওয়ার উপক্রম হয়।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10693

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন